বিচার কাজে *বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭*-এর প্রয়োগ বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর মহান একুশে ফেব্রুয়ারী। তারিখটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"। সংবিধানের এ বিধান সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না দেখে ***বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭*** (১৯৮৭ সনের ২নং আইন) জারী করা হয়। এর ধারা ৩ এর বিধান নিম্নরূপঃ

"৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইননুগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

(২) ৩(১) উপ-ধারায় উলি-খিত কোন কর্মস্থলে যদি কোন ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বে-আইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।"

সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, "আদালত" অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোন আদালত।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এবং উলি-খিত আইনের অধীন আদালতসহ প্রজাতন্ে□র সকল কার্যক্রম ও রাষ্ট্রীয় নথি-পত্র বাংলা ভাষায়ই বাধ্যতাম□লকভাবে সম্পাদিত হওয়ার কথা। সে অনুযায়ী রাষ্ট্রের তিনটি অংগের মধ্যে আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগ সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধান এবং ১৯৮৭ সনের ২ নং আইনের বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করছে। নিম্ন আদালতেও তা' অনুসরণ করা শুরু হয়েছিল। কিন্তু হাশমত উল-াহ (মোঃ) বনাম আজমিরি বিবি ও অন্যান্য মামলায় (৪৪ ডি এল আর ৩৩২-৩৩৮ অনুচ্ছেদ ২০) মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ রায় দিয়েছেন যে, সরকার অধঃস্থন দেওয়ানী আদালতের ভাষার ব্যাপারে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারায় কোন ঘোষণা দেয় নাই বিধায় বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারী করা সত্ত্বেও অধঃস্থন দেওয়ানী আদালতের কার্যক্রম ইংরেজী ভাষায় চলমান রাখা যাবে। ফলে আজ অবধি বিচার কাজে বাংলা ভাষা পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয় নাই।

দেওয়ানী কার্যবিধির উল্লিখিত ধারা ১৩৭ নিম্নরূপঃ

"137.(1) The language which, on the commencement of this Code, is the language of any Court subordinate to the High Court Division shall continue to be the language of such subordinate Court until the Government otherwise directs.
(2) The Government may declare what shall be the language of any such Court and in what character application to and proceedings in such Courts shall be written."

অনুরূপ বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা ৫৫৮ হচ্ছেঃ

" The Government may determine what, for the purposes of this Code, shall be deemed to be the language of each Court within the territories administered by it."

এমতাবস্থায় সরকার আদালতের ভাষা বাংলা মর্মে The Code of Criminal Procedure, 1898 এর Section 558 এর অধীন একটি এবং The Code of Civil Procedure, 1908 এর Section 137(2) এর অধীন একটি অর্থাৎ মোট দুটি ঘোষণাপত্র জারী করতে পারে।

প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্র দুটি জারী করা হলে আদালতে তা অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব। ইংরেজীতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ বাংলায় অনুবাদ ত্বরান্বিত করা জরুরী। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুবাদ কাজ বেগবান করা এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষকে অধিকতর শক্তিশালী, গতিশীল এবং উদ্যোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বর্তমান বছরের একুশে ফেব্রুয়ারীর আগেই উল্লিখিত ঘোষণাপত্র দুইটি জারী এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন কমিশন সরকারের নিকট সুপারিশ করছে। এ বছর মহান একুশে পালনের এটি হবে একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

মোহাম্মদ আবদুল মোবারক
সদস্য
আইন কমিশন

প্রফেসর এম. শাহ আলম
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন